০৬-০৮-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা : - সুগন্ধিত ফুল হও, শ্রীকৃষ্ণ হলেন এক নম্বর সুগন্ধিত ফুল তাই তিনি সকলেরই প্রিয়, সবাই তাঁকে চোখের মণি করে রাখেন"

প্রশ্ন : - লৌকিকে কোন্ সম্বন্ধ মিষ্টি, আর অতি মিষ্টি কাকে বলবে ?

উত্তর : - লৌকিকেও বাবাকে মিষ্টি বলা হয় । তোমরা বাচ্চারাও বলো, আমাদের অতি প্রিয় মিষ্টি হলেন বাবা, আমরা তাঁর প্রিয় সন্তান । আর অতি মিষ্টি তোমরা টিচারকেই বলবে কেননা টিচার তোমাদের পড়ান । এই জ্ঞান হল সোর্স অফ ইনকাম । তোমরাও প্রথমে জ্ঞান পাও । গৃহস্থ জীবনে থেকে এই জ্ঞান নিজে ধারণ করতে হবে এবং অন্যদের ধারণ করাতে হবে ।

গীত : - মরনা তেরি গলি মে
তোমার গলিতেই আমার মরণ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে । যখন কারোর মৃত্যু হয় তখন অন্য মা - বাবার কাছে জন্ম নেয় । বাবাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা আত্মারা হলাম অবিনাশী । সে হলো শরীরের কথা । এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে অর্থাৎ এক বাবাকে ছেড়ে অন্য বাবার কাছে যায় । তোমরা ৮৪ জন সাকারী বাবা পেয়েছো । বাস্তবে তোমরা হলে নিরাকারী বাবার সন্তান । তোমরা আত্মারা নির্বাণধাম বা শান্তিধামেই থাকো । যেখানে বাবার সঙ্গে সকলেই নিবাস করে । তাকে আত্মাদের দুনিয়া বলা হবে । তোমরা আত্মারাও সেখানে থাকো আর বাবাও সেখানে থাকেন । এখানে তোমরা যখন লৌকিক বাবার সন্তান হও তখন তাঁকে ভুলে যাও । সত্যযুগে তো কেউ বাবার স্মরণ করে না । বুদ্ধি নীচে চলে যায় । তাঁকে স্মরণ করলে তখন বলবে - ও বাবা ! এনাকেও বাবা বলা হয় । উঁনিও ফাদার । লৌকিক বাবাকে এখানে দেখে । পারলৌকিক বাবাকে ডাকতে থাকে, তখন নজর উপরে চলে যায় । এখন তোমরা ওই বাবার হয়েছো । তোমরা জানো যে, প্রথমে আমরা পবিত্র ছিলাম, রাজ্য - ভাগ্য লাভ করেছিলাম, এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । আমরা দুঃখী হয়ে গেছি তাই বাবাকে স্মরণ করি । এই শরীর রূপী বস্ত্র ধারণ করতে করতে আমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছি । প্রথমে আত্মা এবং শরীর দুইই সতোপ্রধান ছিলো । তারপর আত্মা সতো, রজো এবং তমো অবস্থায় আসে । প্রথমে গোল্ডেন ছিলো তারপর সিলভার, কপার এবং আয়রনে এসেছে । একে গয়নাও বলা হয় । সোনায় যেমন খাদ দেওয়া হয় । বাবা বোঝান যে, এখন তোমরা আত্মারা পতিত হয়ে গেছো । সোনা এখন কালো হয়ে গেছে । তোমরা কালো, অপবিত্র হয়ে গেছো । প্রথমে তোমরা আত্মারা পবিত্র ছিলে, তোমাদের শরীরও পবিত্র ছিলো,এখন আবার সেই পবিত্র শরীর কিভাবে পাবে ? স্নান করলে কি পাবে ? স্নান করলে তো কিছুই হয় না । আত্মা ডাকতে থাকে - হে পতিত - পাবন বাবা । 'বাবা' অক্ষর কতো মিষ্টি । এ হলো অনেক বড় অক্ষর । ভারতেই এই 'বাবা' অক্ষর আছে । বাচ্চারা 'বাবা - বাবা' বলতে থাকে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা আত্ম - অভিমানী হয়ে বাবার হয়েছি । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের প্রথমের দিকে স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম । অভিনয় করতে করতে তোমরা এখন অন্তিম সময়ে এসে পৌঁছেছো । মনে সবসময় বাবা - বাবা করতে থাকো । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা এখন এসেছেন । তাঁকেই সবাই স্মরণ করে যে, হে পতিত পাবন বাবা এসো, আমাদের পতিতদের এসে পবিত্র বানাও ।

সবাই তাদের নিজের নিজের ভাষায় ডাকতে থাকে । তাহলে অবশ্যই তিনি সঙ্গমেই আসবেন । এও তোমরা জানো । শাস্ত্রে তো উল্টাপাল্টা অনেককিছু লিখে দিয়েছে । বাচ্চারা, তোমাদের পাক্কা নিশ্চয়তা আছে যে, আমাদের বাবা অতি প্রিয়, অতি সুন্দর বাবা । বাবাও বলেন মিষ্টি বাচ্চারা । সুইট, সুইটার, সুইটেস্ট । এখন এই সুইট কে ? লৌকিক সম্বন্ধতেও বাবাই সুইট হয় । এরপর সুইটেস্ট বলা হয় টিচারকে । টিচার খুব ভালো হয় । তিনি পড়ান । এ কথা বলাও হয় যে - জ্ঞান হলো সোর্স অফ ইনকাম । তাই এই জ্ঞান হলো সোর্স অফ ইনকাম ।

যোগকে স্মরণ আর জ্ঞানকে নলেজ বলা হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে - আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলাম । তাই তো শিব জয়ন্তী পালন করা হয় কিন্তু শিববাবা কিভাবে এলেন, এ কথা কেউই জানে না । চিত্রতে ত্রিমূর্তি আছে, শিব উপরে আছে । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করা হয়, কে স্থাপনা করান ? করাওনহার হলেন শিববাবা । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের উপরে হলেন শিব । ওঁরা হলেন রচনা । তাঁদের রচয়িতা হলেন শিব । তিনি হলেন নিরাকার । এ হলো সাকার সৃষ্টি । এই সৃষ্টিচক্র যা রিপিট হয় । সুক্ষ্মবতনকে সৃষ্টিচক্র বলা হবে না । এই মনুষ্য সৃষ্টিই চক্র লাগায় । বাকি সুক্ষ্ম বতন বা মূল বতনে চক্রের কোন কথা নেই । এখন হলো কলিযুগ, নরক । সত্যযুগ হলো স্বর্গ । এখন এই নরকবাসীদের স্বর্গবাসী কে বানাবে ? বাম মার্গে যাওয়ার কারণেই মানুষ পতিত হয়ে যায় । দিন - প্রতিদিন সুখ থেকে দুঃখে আসতে - যেতে থাকে । দুনিয়া তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখন বলা হয় এ সম্পূর্ণ তমোগুণী বুদ্ধি । এ হলো খুবই সতোপ্রধান বুদ্ধি, যেন দেবতার সমান । বাস্তবে দেবতাদের পূজা হওয়া উচিত । কিন্তু দেবতারা তো এই সময় কেউই নেই কারণ তাঁদের মধ্যে দৈবী গুণ নেই । খৃষ্টানরা ক্রাইস্টকে জানে । তারা তাঁকে পুজো করে । ভারতবাসীরা এখন নিজেকে দেবী - দেবতা বলতে পারবে না । নাম তো অনেকেরই আছে - অমুক দেবী, অমুক দেবতা কিন্তু সেই গুণ তো আর নেই । মানুষ গায়ও - আমি নির্গুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই । এ কথা আত্মা কার সামনে বলে ? বাবার সামনে বলা উচিত, তাই না ? বাবাকে ভুলে ভাইদের পিছনে গিয়ে পড়েছে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও তো ভাইই হলো, তাই না । তাঁদের থেকে কিছুই মিলবে না । ভাইয়েদের পুজো করতে করতে নীচে নেমে যায় । এখন তো তোমরা বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাও । বাবাকে কেউই জানে না । তারা বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । আরে, বাবার নাম কি ? বলে দেয়, তিনি তো নাম - রূপ থেকে পৃথক । আরে তোমরা তো এক অখণ্ড জ্যোতি স্বরূপ বলে দাও, তাহলে পৃথক কিভাবে বলো ? এও তোমরা বুঝতে পারো যে - নিয়ম অনুসারে সকলকেই তমোপ্রধান হতেই হবে । এরপর যখন বাবা আসেন, তখন সবাইকে সতোপ্রধান বানান । আত্মাকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । সব আত্মাই বাবার সাথে থাকে । নতুন দুনিয়াই আবার পুরানো দুনিয়া হয় ।

তোমরা জানো যে, এখন আমরা বাবার হয়েছি । বাবা আমাদের কাছে এসেছেন । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করান । বাবা বলেন যে, আমি ব্রহ্মা তনের আধার নিই । আমি ভাগ্যশালী রথে অধিষ্ঠান করি । রথে তো অবশ্যই আত্মা থাকবে, তাই না । বলা হয়, ভাগীরথ গঙ্গা নিয়ে এসেছিলো । এখন গঙ্গা জটা থেকে কিভাবে আসবে ? এ তো পাহাড় থেকে মিষ্টি জল আসে । সাগর থেকে মেঘ পূর্ণ হয়ে বৃষ্টি হয় । আজকাল অবশ্য সাইন্সের শক্তিতে জলকে মিষ্টি করে দেয় । প্রাকৃতিক ভাবে কতো বৃষ্টিপাত হয় । কতো জল এসে যায় । বন্যাও হয়ে যায় । কোথা থেকে এত জল আসে ? মেঘই বৃষ্টি আনে । বাকি ইন্দ্র ইত্যাদি কিছুই নেই । এ তো মেঘের কারণেই বৃষ্টি আসে । বাস্তবে এ হলো জ্ঞানের বর্সা । এ তো জ্ঞানই । এতে কি হয় ? পতিত থেকে পবিত্র হয় । গঙ্গা - যমুনা নদী সত্যযুগেও তো থাকবে

। বলা হয় কৃষ্ণ সেখানে খেলাধুলা করতেন । কতো সুন্দর ফুল সেখানে । ফুলেরও সুগন্ধ নেয় মানুষ । কাঁটা থেকে কখনো সুগন্ধ নেয় কি ? এ হলো কাঁটার জঙ্গল । নিরাকার বাবা বলেন, আমি এসে ফুলের বাগান বানাই, এইজন্য আমার নাম বাবুলনাথ রাখা হয় । বাবুল কাঁটাকে ফুল বানাই, তাই মহিমা গাওয়া হয় -- কাঁটাকে ফুল বানান যে নাথ । তাই বাবার প্রতি কতো প্রেম থাকার প্রয়োজন । লৌকিক বাবা থাকা সত্ত্বেও আত্মা পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে কেননা আত্মা দুঃখী । এও এক খেলা । তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করে এসেছো । তিনি আসেন, তখন তো তোমরা শিব জয়ন্তী পালন করো । তোমরা জানো যে, এখন আমরা বেহদের বাবার সন্তান হয়েছি । আমাদের তাঁর সঙ্গেও সম্বন্ধ আছে । লৌকিকের সঙ্গেও আছে । বেহদের বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে । আত্মা জানে যে ইনি হলেন লৌকিক বাবা আর উঁনি পারলৌকিক বাবা । আত্মা পারলৌকিক বাবাকেই ডাকতে থাকে । আত্মা বলে - হে ভগবান, ও গড ফাদার । ফাদার যখন ঘরে বসে আছে তখন ওরা ফাদার বলে কেন ডাকে ? আত্মা ওই অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করে । তিনি কখন এসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন -এও তোমরা এখনই বুঝতে পারো । তোমরা অবশ্যই বলবে যে - কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি, এই সঙ্গমেই তিনি আসবেন । মানুষ কলিযুগের আয়ু আবার লাখ বছর বলে দেয় । মানুষ ভগবানকে পাওয়ার জন্য কতো বিভ্রান্ত হয় । সবথেকে বেশী ভক্তি কে করে ? তাদেরই তো প্রথমে মিলিত হওয়া উচিত, তাই না । বাবা বুঝিয়েছেন যে, প্রথম - প্রথম ভক্তি তোমরাই শুরু করো । তোমাদেরই প্রথমে জ্ঞান পাওয়া উচিত । তোমরাই প্রথমে আসুরী গুণ সম্পন্ন ছিলে । এখন তোমরা দৈবী গুণবান দেবতা হও । এত উঁচু স্বর্গের মালিক হও তোমরা । ওখানকার সব জিনিসই অতি উত্তম হয় । তোমরা খুব বড় মানুষ হও । তোমাদের জন্য ওখানে হীরে জহরতের মহল তৈরী হয় ।

যতক্ষণ না তোমরা ব্রাহ্মণ হচ্ছো, ততক্ষণ শিববাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাবে না । শূদ্ররা বর্সা নিতে পারবে না । এ তো যজ্ঞ । এতে অবশ্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন । যজ্ঞ সবসময় ব্রাহ্মণদেরই হয় । শিবকে রুদ্রও বলা হয় । তাই এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । রুদ্র শিববাবা এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন । ভক্তি সম্পূর্ণ হলে এই যজ্ঞের রচনা করা হয় । মানুষ ভক্তিমার্গে যজ্ঞ রচনা করেন । সত্যযুগে দেবতারা কখনোই যজ্ঞ ইত্যাদির রচনা করতেন না কিন্তু এ হলো রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । এই নামে শাস্ত্রেও গায়ন আছে । ভক্তি আর জ্ঞান হলো অর্ধেক -অর্ধেক । ভক্তি হলো রাত, জ্ঞান হলো দিন । এ কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । সর্বদা বাবা - বাবা বলতে থাকো । বাবাই আমাদের বিশ্বের মালিক বানান । তিনি অতি প্রিয় বাবা । তারথেকে বেশী প্রিয় এই দুনিয়ায় কেউই হতে পারে না । অর্ধেক কল্প তোমরা বাবাকে স্মরণ করেছো । এখন তোমরা জেনেছো, আমরা বাবার হয়েছি । বাবা বলেন যে, গৃহস্থ জীবনে থেকে বাবাকে স্মরণ করো । সবাই তো এখানে থাকতে পারবে না । হ্যাঁ, ওই বাবার কাছে থাকতে পারো । কোথায় ? কোন্ বাবা ? তার নাম কি ? শিববাবার কাছে কোথায় থাকবে ? পরমধামে । ওখানে সকল আত্মারাই থাকতে পারে । এখানে তো থাকতে পারে না । এখানে তো অল্পই থাকবে । এখানে বাচ্চারা, তোমাদের জ্ঞান নিতে হবে । এ হলো পড়া ।

কেউই যদি আসে তাহলে বলা উচিত যে - বাবা হলেন দুইজন, লৌকিক আর পারলৌকিক । দুঃখে মানুষ পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে । সেই বাবা এখন এসেছেন । শিববাবা হলেন অতি প্রিয় । কৃষ্ণও সকলের অতি প্রিয় কিন্তু শিববাবা হলেন নিরাকার আর কৃষ্ণ সাকার । কৃষ্ণকে সকলের বাবা

বলা হবে না । তিনি হলেন এই বিশ্বের মালিক । তাঁকেও শিবই এমন তৈরী করেছেন । দুইজনই প্রিয় কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে বেশী প্রিয় কে ? তোমরা বলবে শিব । শিবই কৃষ্ণকে এমন বানান । বাকি কৃষ্ণ কি করেন ? কিছুই না । তমোপ্রধান আত্মাদের বাবা এসেই সতোপ্রধান করেন । তাই গায়ন তো তাঁরই হবে, তাই না । কৃষ্ণ তো বাচ্চা, তাঁর নাচ ইত্যাদি দেখানো হয় । শিববাবা কি নাচ করবেন ? বাবা বোঝান যে, তোমরা সবাই হলে পার্বতী । অমরনাথ শিব তোমাদের কথা শোনাচ্ছেন । দ্বিতীয় কোনো পার্বতী নেই । অর্জুনও একজন নয় । তোমরা সকলেই অর্জুন সন্তান, তাই কখনোই নগ্ন হয়ো না । দেখানো হয় তো, যে দ্রৌপদীকে যখন বস্ত্রহীন করা হচ্ছিলো তখন কৃষ্ণ তাকে ২১ টি বস্ত্র দান করেছিলেন । এখন ২১ টি শাড়ি কি পড়া যাবে ? এও এক খেলা দেখানো হয় । কৃষ্ণ উপর থেকে শাড়ি দান করছে । এখন ২১ টি শাড়ি কিভাবে পড়বে ? বাস্তবে এর অর্থ হলো --- বাবা তোমাদের বস্ত্রহীন হওয়ার থেকে এমনভাবে বাঁচান যে ২১ জন্ম তোমরা আর কখনোই বস্ত্রহীন হও না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) অন্দরে বাবা - বাবা বলে বাবার সমান মিষ্টি হতে হবে । আত্ম - অভিমানী হয়ে থাকতে হবে । এই পড়াতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে ।

২) অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে । স্মরণের অগ্নিতে বিকারের খাদ দূর করে প্রকৃত সোনা হতে হবে ।

বরদান : - সমানতার দ্বারা নৈকট্যের সীট নিয়ে প্রথম বিভাগে আসা বিজয়ী রত্ন ভব

সময়ের নিকটবর্তীতার সঙ্গে সঙ্গে এখন নিজেকে বাবার সমান বানাও । সঙ্কল্প, বাণী, কর্ম আর সেবা সবেতেই বাবার মতো হও অর্থাৎ নিকটে এসো । প্রতি সঙ্কল্পে বাবার সাথ, সহযোগ এবং স্নেহের অনুভব করো । সদা বাবার সাথ আর হাতে হাত রাখার অনুভূতি করলে প্রথম বিভাগে এসে যাবে । নিরন্তর স্মরণ আর সম্পূর্ণ স্নেহ যদি এক বাবার সঙ্গে থাকে তাহলে বিজয় মালায় বিজয়ী রত্ন হতে পারবে ।

স্লোগান :-- সুখদাতা হয়ে অনেক আত্মাকে দুঃখ - অশান্তির থেকে মুক্ত করার সেবা করাই হলো সুখদাতা হওয়া ।